ধর্ষণ মামলার বাদিকে আদালতে যেতে বিএনপি নেতার বাঁধা, মারধরের অভিযোগ

আদালতে যাওয়ার সময় এক নারীকে মারধর ও আটকে রেখে নির্যাতন করার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বিএনপি নেতা নুর ইসলাম খোকনের বিরুদ্ধে।

গতকাল রবিবার সকালে নিজ বাড়িতে হামলার শিকার হন তিনি। পরে তাকে ধরে নিয়ে একটি দোকানে আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাহাগুন্দা গ্রামে।

বর্তমানে তিনি মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় আজ সোমবার ভুক্তভোগী নারীর স্বামী ইসরাফিল শেখ বাদী হয়ে গাংনী থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।

অভিযুক্ত নুর ইসলাম বাহাগুন্দা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

অভিযোগ ও ভুক্তভোগীর পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, রবিবার সকালে ভুক্তভোগী ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন মামলার হাজিরা দিতে আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় ওই মামলার আসামি একই গ্রামের বাসিন্দা সিরাজ আলীর পক্ষ নেন নুর ইসলাম ও কয়েকজন। আসামি সিরাজ, অভিযুক্ত নুর ইসলামসহ কয়েকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে বাড়িতে ঢুকে নারীকে মারধর শুরু করেন।

একপর্যায়ে তাকে টেনেহিঁচড়ে পার্শ্ববর্তী যুগিন্দা বাজারে সিরাজের দোকানে এনে আটকে রাখা হয়। এখানে লাঠিসোটা দিয়ে নুর ইসলাম ও তার অনুসারীরা মিলে শারীরিক নির্যাতন চালান।

স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, নুর ইসলামের ভয়ে তখন কেউ প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করার সাহস পাননি। পরে ভুক্তভোগীর বড় ভাই দেলোয়ার হোসেন খবর পেয়ে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ ফোন দিলে গাংনী থানা পুলিশের উপপরিদর্শক আতোয়ার রহমান ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে তাকে উদ্ধার করেন। প্রথমে তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলেও অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত

চিকিৎসার জন্য মেহেরপুর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

মারধরের অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে নুর ইসলাম দাবি করেন, ওই নারীর চরিত্র ভালো নয়। একটি অসামাজিক কাজের বিচার করার জন্য তাকে ডাকা হয়েছিল। মারধরের বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তিনি এর দায় আলপনার স্বামী ইসরাফিল শেখের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

তবে স্থানীয় সূত্রে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঘটনার সময় তার স্বামী আম পাড়তে বাগানে ছিলেন। আইনি পদক্ষেপের তোয়াক্কা না করে নুর ইসলাম আরও বলেছেন, সামাজিক সালিসই সঠিক। এ বিষয়ে তারাও পুলিশ সুপারের কাছে যাবেন ও মানববন্ধন করবেন।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের ভাষ্য, দুপক্ষের সম্মতি থাকলে সামাজিক সালিস উত্তম। তবে সালিসের নামে মারধর করা স্পষ্ট ফৌজদারি অপরাধ। এতে জড়িত ব্যক্তি বিএনপির ছোট নেতা হোক আর শীর্ষ নেতা হোক, কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। দলের নাম ভাঙিয়ে কেউ এমন ঘটনা ঘটিয়ে থাকলে অভিযোগের ভিত্তিতে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অন্যদিকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট মামলার নথি না দেখে সেটি রায় নাকি হাজিরার দিন ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

সার্বিক আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার দাস জানিয়েছেন, এই ঘটনায় আজ সোমবার ভুক্তভোগীর পক্ষ থেকে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় ধর্ষণ মামলার আসামী আশরাফুল গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় ছেলের নামে দায়েরকৃত ধর্ষণ মামলায় পিতা আশরাফুল

ইসলামকে গ্রেফতার করেছে পুুলিশ। ছেলে আরাফাত ৩ বছর ধরে প্রেমিকার সাথে মেলামেশা করে বিয়ে না করায় গত ১৯ ডিসেম্বর ভুক্তভোগী বিয়ের দাবীতে ওই বাড়িতে গেলে তাকে মেরে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। এ ঘটনায় প্রেমিকা বাপ-ছেলের নামে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করেন । ওই মামলায় গত ২৬ ডিসেস্বর ছেলের পিতা আশরাফুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

এজাহার সুত্রে জানা গেছে, প্রায় ৩ বছর আগে আরাফাতের সাথে এক কলেজছাত্রীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে। এরপর তাদের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় দেখা ও কথা বার্তা হয়েছে। এক পর্যায়ে আরাফাত বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে কলেজছাত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে । তাকে ব্লাক মেইল করে তার নিকট টাকা দাবী করে আসছিল। টাকা দিতে না চাইলে আরাফাত বিয়ে করবে না বলে জানায় । কয়েকদিন আগেও আরাফাত মিথ্যা কথা বলে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক করেছে বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে । এ সময় প্রেমিকার হাতে থাকা মোবাইল ফোনটিও আরাফাত রেখে দেয়। এরই মাঝে প্রেমিকা জানতে পারে তার প্রেমিক তাকে বিয়ে না করে অন্য মেয়েকে বিয়ে করছে। এ সংবাদ শুনে ওই কলেজছাত্রী গত ১৯ ডিসেম্বর প্রেমিক আরাফাতের বাড়িতে বিয়ের দাবীতে অবস্থান নেয়। পরে আরাফাতের পরিবারের লোকজন তাকে বাড়ি থেকে মারধর করে বের করে দেয়।

এ ঘটনার পর প্রেমিকা কলেজছাত্রী বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় প্রেমিক আরাফাত ও তার পিতা আশরাফুল ইসলামকে আসামী করে মামলা দায়ের করে। ওই মামলায় আলমডাঙ্গা থানার এসআই কাজী সামসুল আলম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আশরাফুল ইসলামকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে। আজকেই তাকে সংশ্লিষ্ট মামলায় জেল হাজতে প্রেরন করেছে।

ঝিনাইদহে ধর্ষণ মামলায় ইউপি চেয়ারম্যানের যাবজ্জীবন

ধর্ষণ মামলায় ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হরিশংকরপুর ইউপি চেয়ারম্যান

খন্দকার ফারুকুজ্জামান ফরিদকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডের রায় দিয়েছে ঝিনাইদহের আদালত।

আজ মঙ্গলবার (২৮ মে) দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচার মোঃ মিজানুর রহমান এই রায় দেন। মামলায় আরেক আসামি নজরুল ইসলামের দোষ প্রমাণিত না হওয়ায় খালাস প্রদান করা হয়েছে।

খন্দকার ফারুকুজ্জামান ফরিদ সদর উপজেলার নরহরিদ্রা গ্রামের খন্দকার আমিরুজ্জামানের ছেলে।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণে জানাগেছে, ২০২২ সালের ১৫ এপ্রিল বিচারের জন্য ভুক্তভোগী নারী চেয়ারম্যান ফরিদের কাছে গেলে তার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করিয়ে ধর্ষণ করেন। পরে ওই নারী ১৯ এপ্রিল ঝিনাইদহ সদর থানায় বাদী হয়ে চেয়ারম্যান ও তার গাড়ি চালকের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা দায়ের করেন। মামলা দায়েরের পর উচ্চ আদালত থেকে আগাম জামিন নেন চেয়ারম্যান ফরিদ। পরবর্তীতে ডিএনএ টেস্টে ফরিদের সম্পৃক্তা ধরা পড়ে। দীর্ঘ বিচারক প্রক্রিয়া শেষে আজ মঙ্গলবার ঝিনাইদহের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ইউপি চেয়ারম্যান খন্দকার ফারুকুজ্জামান ফরিদকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের কৌশুলী অ্যাড: বজলুর রহমান জানান, বিজ্ঞ আদালত দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে সাক্ষ্য প্রমাণ যাচাই-বাছাই করে ইউপি চেয়ারম্যান খন্দকার ফারুকুজ্জামান ফরিদকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন।

এই মামলায় আসামি পক্ষের আইনজীবী ছিলেন অ্যাড: নেকবার।

ভুক্তভোগী নারী গণমাধ্যমকর্মীদের জানান, বিচার চাইতে গিয়ে ফরিদ চেয়ারম্যানের লালসার শিকার হন তিনি। সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়ে চেয়ারম্যান নরহরিদ্রা গ্রামে তার নিজ বাড়িতে ডেকে নেন। গ্রামের বাড়িতে পৌঁছালে তাকে দুইতলার একটি কক্ষে নিয়ে যান এবং নেশা জাতীয় কিছু সেবন করিয়ে ফরিদ ধর্ষণ করেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

দন্ডিত করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোঃ মিজানুর রহমান এ রায় প্রদাণ করেন।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৩ সালে ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে প্রায় উত্যক্ত করত শহরের হামদহ খন্দকারপাড়া এলাকার রেজওয়ানুল ইসলাম জনি। এক পর্যায়ে বিয়ের প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় ২০১৩ সালের ২১ মার্চ কোচিংয়ে যাওয়ার পথে জনি তার সহযোগীদের নিয়ে স্কুলছাত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে ধর্ষণ করে। প্রায় ১ সপ্তাহ পর মেয়েটিকে উদ্ধার করে পুলিশ।

এ ঘটনায় নির্যাতিতার পিতা বাদী হয়ে ২ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতদের আসামী করে থানায় মামলা দায়ের করে। ৩ মাস পর পুলিশ জনিকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশীট দাখিল করে। দীর্ঘদিন বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আদালত ওই মামলার রায় ঘোষণা করেন।